দৈনিক বাংলা

তারিখ 18 JUL 1990
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 2

20

29-

পরীক্ষা, শিক্ষা এবং জ্ঞান চর্চা

কণিকা মাহফুজ

পরীক্ষা শব্দের আভিধানিক অর্থ ছাত্রদের বিদ্যাবত্তার বিচার বা যাচাই। কিন্তু কোন বিষয়ে বিদ্যা? আমাদের দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থায় প্রশ্নটা এখন খুবই প্রাসঙ্গিক। বিদ্যা জাহির করবার উপলক্ষ্যই বটে এই পরীক্ষা। চুরি বিদ্যাকেও তো অনেকে বড় বিদ্যা বলেছেন। তাহলে নকল করাই বা বিদ্যা হবে না কেন? প্রশ্নপত্র বা পরীক্ষকের গোপন তালিকা ফাঁস করতে পারাও যে অনন্য প্রতিভা তাই বা অস্বীকার করা যায় কিভাবে? শেষেরটা লেটেস্ট মডেল। পরীক্ষা সিরিজে নতুনতম সংযোজন বোধ হয় এই পরীক্ষকদের গোপন তালিকা ফাঁস হবার ঘটনা। ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এস এসসি পরীক্ষার খাতা দেখার জন্য নিযুক্ত প্রধান পরীক্ষক ও অন্যান্য পরীক্ষকদের নাম ঠিকানার গোপন তালিকা ফাঁস হয়ে গেছে। বিচিত্র কি? গোপন কথাটি রবে না গোপনে....। বহুজনের যৌথ উদ্যোগে এবং অক্লান্ত ও নিষ্ঠাবাদ চেষ্টায় তাকে ফাঁস হতেই হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বোর্ড কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই কেলেঙ্কারি বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছেন এবং ঢাকা বোর্ডের কন্ট্রোলার জানিয়েছেন, দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া হবে। তদন্ত সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হবে এবং দোষী ব্যক্তিরা শাস্তি পাবে এরকম আশ্বাসে আস্থা রাখা সম্ভব। পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট ঘটনা প্রবাহের দোষীজনের শাস্তি পাবার ধারা যে বেশ জোরালোভাবেই অব্যাহত আছে তা আমরা জানি। পরীক্ষার হল থেকে পরীক্ষার্থী বহিষ্কারের ঘটনা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। এক ইংরাজী পরীক্ষার দিনেই চার হাজার পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত হয়েছে। নকলে সহায়তা করার জন্য কয়েকজন অধ্যাপক গ্রেফতার হয়েছেন; পরিদর্শক বহিষ্কৃত হয়েছেন। অপরাধী শাস্তি পাচ্ছে এবং পাবেও— এ বিষয়ে হয়ত নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হওয়া যায় কি? অপরাধের ঘটনা যখন ঘটে তখন অপরাধ দমন এবং অপরাধীদের শাস্তি দেয়া উচিত নিশ্চত। কিন্তু অপরাধীর শাস্তি হওয়াটাই শিক্ষাঙ্গনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয় বলে অপরাধী যথারীতি শাস্তি পাচ্ছে ভেবে আনন্দে নৃত্য করা যায় না। তবু যদি এই শাস্তিদান প্রক্রিয়া অপরাধের ঘটনাকে প্রভাবিত করতে পারত তাহলেও না হয় এক কথা ছিল। কিন্তু গত প্রায় বিশ বছর ধরে পরীক্ষা সম্পর্কিত অপরাধ জগতের যে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ সাধিত হবার ঘটনাই সবাই দেখলাম। এক্ষেত্রে মেধা, প্রতিভা, উদ্ভাবনী শক্তি কিছুরই বুঝি ঘাটতি নেই। এই মেধা অন্যত্র ব্যয় হলে কি হত ভাবলেও বুঝি খানিকটা পুলকিত হওয়া যায়।

এইসব অপরাধের পদ্ধতি পৃথক হলেও লক্ষ্য কিন্তু অভিন্ন। নকল, প্রশ্নপত্র ফাঁস করা অথবা পরীক্ষকদের গোপন তালিকা প্রকাশ করে ফেলার কাজগুলি একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। সে লক্ষ্য পাস করা বা করিয়ে দেয়া। আরো স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট করে বলতে হয়? লেখাপড়া না করে পাস করা বা তাদের পাস করিয়ে দেয়া যারা পড়াশুনার ওপর নির্ভর করে পরীক্ষা দিতে যায় না। কর্মপদ্ধতিটাকে দুইভাবে ভাগ করা হয়েছে, কারণ কিছুসংখ্যক পরীক্ষার্থী আছে যারা নিজের জন্যই এইসব কাজ করে অর্থাৎ নকল করে, প্রশ্নপত্র ফাঁস করে বা আরো জটিল কোন প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়ে। কিন্তু দেখা গেছে, এই সমাজে আরো এক শ্রেণীর মানুষও আছেন যারা নিজের জন্য কাজটা করেন না। (পরোপকারী সন্দেহ কি?) তারা অন্যকে পাস করাবার জন্য নকল সরবরাহ করেন; প্রশ্নপত্র ফাঁস করার ব্যাপারে সাহায্য করেন, আবার পরীক্ষকদের গোপন তালিকা প্রকাশ করে দেয়ার মত দুরূহ কাজেও লিপ্ত হন।

যারা নিজের জন্য এইসব কাজের উদ্যোগ নেন তাদের আচরণের ব্যাখ্যা তুলনামূলকভাবে সহজ। তারা পাস করতে চান। পড়াশুনা করে পরীক্ষায় পাস করার ধৈর্য বা মেধা তাদের নেই। বিদ্যার্জনের মোহও তাদের নেই। যে কোন উপায়ে পরীক্ষা পাসের একটা ছাপ তাদের চাই। সম্ভবত জীবিকা অর্জনের জন্যই এর প্রয়োজনীয়তায় তারা এমন গুরুত্ব দেন। তাদের অভিভাবকরাও একই কারণে তাদের সাহায্য করে।

সন্তান বিদ্যা শিক্ষা করে পণ্ডিত হবে এমন কোন মোহ বোধহয় তাদের আর নেই। কিন্তু জীবনে কিছু করে খেতে হলে দু'একটা পাসের প্রয়োজন হতে পারে— এই অতি বাস্তববোধ থেকেই সম্ভবত তারা নিজের সন্তানকে এইসব অপকর্ম করায় প্ররোচিত করেন। কিন্তু বাকি যারা এই প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েন তাদের উদ্দেশ্য সন্দেহজনক। তারা অর্থের বিনিময়ে এ কাজ করেন এটা অনুমান করা যায়। পরীক্ষ বা শিক্ষা নিয়ে এ আরেক রকমের ব্যবসা। এ ব্যবসা সম্মানজনক যে নয় সে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হল কিছু সংখ্যক ব্যক্তি এ ব্যবসায় জড়িয়ে পড়েছেন যারা সমাজে সম্মানিত এবং দায়িত্ববান হিসাবেই পরিচিত। পরীক্ষকদের গোপন তালিকা ফাঁস হবার ঘটনাই যদি ধরি, বোর্ড অফিস কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে বলা হয়েছে, বোর্ড অফিস থেকে এ তালিকা প্রকাশ হয়েছে এটা তারা মনে করেন না। তাদের এই মনে না করায় আমরা আস্থা রাখি। তবে সেই সঙ্গে এ কথাও না বলে পারি না যে কোন টম ডিক হ্যারি বা রাম রহিমের পক্ষেও একজ করা নিশ্চয় সম্ভব নয়। পরীক্ষকদের তালিকা গোপন রাখার কাজটা যখন গুরুত্বপূর্ণ তখন একাজে যারা যুক্ত আছেন তারা সবাই দায়িত্ববান ব্যক্তি বলেই ধরে নেয়া যায়। যে তথ্য আমি জানি না তা আমার পক্ষে ফাঁস করাও সম্ভব নয়। তাই ধরে নিতে হয় ওই দায়িত্ববান ব্যক্তি যারা গোপন তালিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তারা ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে ওই তালিকা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাহলে কিছুসংখ্যক 'দায়িত্ববান ব্যক্তিই' এই দায়িত্বজ্ঞানহীন কান্ড-কারখানা ঘটিয়েছেন বলে ধরে নেয়া যায়।

এ সত্যের উপলব্ধি সমাজের মানুষের জন্য আনন্দের যে নয় তা বলা বাহুল্য। বরং আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা যে তেমন কোন পাকাপোক্ত ভিতের ওপর অধিষ্ঠিত নয় এ তথ্য জানা আমাদের জন্য উদ্বেগজনক। একটা সভ্য ও উন্নত জাতি হিসাবে নিজেদের গড়ে তুলতে চাইলে এটা সুষ্ঠু এবং মজবুত শিক্ষাব্যবস্থা একান্ত জরুরী। এই পৃথিবীতে আদিকাল থেকে শুরু করে এপর্যন্ত সব সভ্যতা গড়ে উঠেছে জ্ঞান এবং শ্রমের ওপর ভিত্তি করে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা থেকে শুরু করে এ যুগের বিজ্ঞান প্রযুক্তির চূড়ান্ত উৎকর্ষ— সব কিছুর মূলে আছে জ্ঞান, শিক্ষা। সভ্যতার এই ইতিহাসে নিজেদের অবস্থান নির্ণয় করতে গেলে যে রীতিমত ধাঁধায় পড়তে হয়।

কিন্তু আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দুর্গতিটা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে এখন সভ্যতার ইতিহাসে স্থান নির্ণয়ের প্রসঙ্গও অবান্তর শোনায়। ছোটখাটো পরীক্ষায় পাস ফেলের বিষয়ও এ সমাজে এখন সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। যে পাসের জন্য এত হাঙ্গামা— নকল, প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষকদের গোপন তালিকা ফাঁস ইত্যাদি ঘটনা, সেই পাসের লক্ষ্যও চরিতার্থ হয় না। পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা যায় ৫০ শতাংশ পরীক্ষার্থীও হয়ত পাস করেনি। বাকী যে পঞ্চাশ শতাংশের মত পাস করে তাদের মধ্যে কতজন নিজস্ব মেধা বলে করেছে আর ক'জনই বা নকল ইত্যাদি পন্থায় তা বলা সহজ নয়। তবে এটুকু বোধহয় বলা যায় যে এই শিক্ষাব্যবস্থা খুব কমসংখ্যক মানুষকেই সত্যিকার শিক্ষিত করতে পারছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের দিয়ে যে ঔষধ বটিকার মত শিক্ষা গলধকরণ করাতে পারে না, তা আমরা বিশ্বাস করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সম্পর্কে একজন পন্ডিত ব্যক্তি বলেছেন : The purpose of the university is to bring the horse near the water and to make it thirsty..... the real study begins there after. অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হচ্ছে ঘোড়াকে পানির কাছে নিয়ে আসা এবং তাকে তৃষ্ণার্ত করা। প্রকৃত জ্ঞান আহরণের পালা শুরু হয় তার পরে। এ কথায় বিশ্বাস করতে হলে বলতে হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ শিক্ষার্থীদের মনে জ্ঞানের পিপাসা জাগিয়ে দেয়া। পরীক্ষা পাস এবং ডিগ্রী আহরণ পর্ব শেষ হবার পরেও পড়তে হবে এমন ভয়াবহ উচ্চাকাংখা আমাদের অধিকাংশেরই মনে নেই। কিন্তু পরীক্ষা পাসের প্রয়োজনে যেটুকু পাঠ অপরিহার্য তাই যে হয়ে ওঠে না। সেখানেও অনেক ফাঁক।

শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জনেরা চিন্তা-ভাবনা করেন বলেই শোনা যায়। কিন্তু কার্যকর কিছুই করা হয়ে ওঠেনি তার প্রমাণ পাওয়া যায়। শুধু পরীক্ষার্থী বহিষ্কার আর ব্যক্তিকে শাস্তিদান করা শিক্ষা-ব্যবস্থার লক্ষ্য হতে পারে না। ওটা আদালত বা পুলিশ বিভাগের জন্য উপযুক্ত কাজ হলেও হতে পারে। কিন্তু শিক্ষা বিভাগের জন্য নয়। বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলার পন্থা উদ্ভাবনের জন্য শিক্ষা বিভাগকে ভিন্নভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে বলে আমাদের ধারণা। নইলে কখনো প্রশ্নপত্র কখনো পরীক্ষকের তালিকার এই ফাঁসের প্রক্রিয়ায় কখন না জানি গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার গলাতেই ফাঁস পড়ে। সময় থাকতে সতর্ক হওয়া ভাল।